বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৫ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৪

অর্থনীতিক প্রেক্ষিতঃ একটি সার্বজনীন রূপরেখার সন্ধানে

সাজ্জাদ জহির*

আজকাল অর্থনীতি ও অর্থনীতিবিদদের কোণঠাসা করা ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতিতে কোনো বিপর্যয় এলে অথবা ব্যাংকিং খাতের আর্থিক লেনদেনে বিভ্রাট ঘটলে অনেকের কটাক্ষ নজরে পড়েন অর্থনীতিবিদেরা এবং সেইসঙ্গে অর্থনীতি বিষয় ও পদ্ধতিকে হেয় করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। অর্থনীতির দুর্ভাগ্য যে এর নামকরণে 'অর্থ' শব্দটি যুক্ত রয়েছে যদিও বললে অত্যুক্তি হবে না যে, অর্থবাজার ও আর্থিক লেনদেনের কারসাজির বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে বিশদ ধারণা অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও অর্থবাজারে কর্মরত অতি-লাভের দ্বারা তাড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আগ্রাসী ভূমিকার কারণে যখন অর্থবাজারে এবং সামগ্রিক অর্থনীতি ও সমাজে ধস নামে, তখন দোষী সাব্যস্ত করা হয় অর্থনীতি ও অর্থনীতিবিদদের। অর্থ-ব্যবস্থার বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণে অর্থনীতিবিদদের চিন্তার দৈন্যতা থাকতে পারে, তবে তা অর্থনীতিতে ব্যবহৃত মৌলিক পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ন করার জন্য যথার্থ নয়। যে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি[১] দীর্ঘকাল অর্থনীতি চর্চ্চায় লালিত হয়েছে এবং যার সার্বজনীন প্রয়োগ জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া ও নাগরিক মত তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে এসেছে, নানা অজুহাতে তাকে পরাস্ত করার প্রয়াস থাকবেই। অর্থনীতি চর্চ্চা 'অতি-বিশেষায়ণ'-এর ফলে বহুধাবিভক্ত হওয়ায় বাইরের আগ্রাসন সম্ভবত বেশি পরিলক্ষিত হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ধ্রুপদী (ক্ল্যাসিক্যাল) অর্থনীতিতে যেসকল মৌল উপাদান চিহ্নিত ছিল, এ নিবন্ধে সেসব উপাদানকে উল্লেখ করব প্রাথমিক ঐক্যমতের ভিত্তি হিসেবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এটা তথ্য-নির্ভর কোনো গবেষণা নিবন্ধ নয় বরং অর্থনীতি শিক্ষা ও গবেষণায় যে বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তার কার্যকারিতা ও সার্বজনীনতার দিকগুলো স্পষ্ট করাই এর লক্ষ্য।[২] তাই যুক্তি পরম্পরায়ে প্রস্তাবনা রাখছি যে, আপাতঃদৃষ্টিতে যা ভাবাদর্শভিত্তিক বিভেদ মনে হয়, তার মূলে রয়েছে নির্দিষ্ট মডেলে 'এজেন্ট' ও 'এজেন্টের লক্ষ্য' অনুমানের পার্থক্যে। একই সুরে মূলধারা অর্থনীতি শিক্ষায় ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির যোগসূত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ভিন্ন প্রেক্ষিতে তা অনুধাবনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে-দ্রব্য বা সেবা সংক্রান্ত পূর্ব-ধারণার ভিত্তিতে বাজারের আলোচনার চিরাচরিত প্রথার সাথে 'চুক্তি'কেন্দ্রিক আলোচনার যোগসূত্র টানা সম্ভব যদি আমরা দ্রব্য বা সেবাকে চুক্তির অংশ বা ফলাফল হিসেবে গণ্য করি।

---

* নির্বাহী পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

[১] অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে পজিটিভ ইকোনমিক্স বলা হয়।

[২] এ-চিন্তার সূত্রপাত ঘটে অন্তর্ভুক্তিকরণ (inclusion)/বিবর্জন (exclusion)-এর ওপর একটি গবেষণা কর্ম থেকে। আগ্রহী পাঠকেরা Joachim von Braun ও Franz W. Gatzweiler সম্পাদিত "Marginality: Addressing the Nexus of Poverty, Marginality and Ecology" (Springer 2014) বইতে লেখক রচিত "Exclusion and Initiatives to 'Include': Revisiting Basic Economics to Guide Development Practice" নিবন্ধটিতে এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা পাবেন।

অতি পুরোনো একটি প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করা যাক, অর্থনীতি কি বিজ্ঞান? প্রশ্নটি পুরোনো, অথচ এর পূর্ণাঙ্গ সমাধান থেকে আমরা বিরত থাকি।[৩] আলোচনার বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি এ দুটোকে ভিন্নভাবে আলোচনায় এনে কোনোও বিষয়ের 'বিজ্ঞানতা' (অর্থাৎ, তা কি মাত্রায় বিজ্ঞান)[৪] বিচার করা সম্ভব। যেসব বিষয়ের আলোচ্যবস্তু সংজ্ঞাবলে 'বিজ্ঞান'-এর অন্তর্ভুক্ত (যেমন, জীববিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি), সংজ্ঞা মানলে তাকে বিজ্ঞান না বলে উপায় নেই। এবং সে আঙ্গিকে অর্থনীতিকে কোনোওভাবেই 'বিজ্ঞান' বলা সমীচিন নয়। অর্থনীতি মনুষ্য সমাজের বিবিধ কর্মকাণ্ডের একটি অঙ্গন সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেই হয়তো এটাকে আমরা সমাজবিজ্ঞান-এ অন্তর্ভুক্ত করি। বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিচারে যে কোনোও বিষয়েই 'যুক্তিভিত্তিক' এবং 'যুক্তিবিহীন' আলোচনা হতে পারে।[৫] বলতে দ্বিধা নেই যে, এ মন্তব্য বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সহজ-সরল বিচারে কেউ যদি 'যুক্তিভিত্তিক' কে 'বৈজ্ঞানিক' (বা বিজ্ঞানসম্মত) মনে করেন, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা যেমন 'অবৈজ্ঞানিক' হতে পারে, তেমনি ন-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা বৈজ্ঞানিকও (বা বিজ্ঞানসম্মত) হতে পারে। তাই অর্থনীতি বিষয়কে বিজ্ঞান বলে প্রচার করে অর্থনীতিক বিষয়ে অযৌক্তিক আলোচনা বাজারজাত করা যেমন সমীচিন নয়, একইভাবে অতি-যৌক্তিকতার দোহাই দিয়ে ক্ষুদ্র বলয়ে আটকে রেখে অর্থনীতির বিশ্লেষকদের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভাজনও কাম্য নয়। সাধারণ ঐক্যমতের ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে অর্থনীতিক বিশ্লেষণের মৌল উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা জরুরি।

১৯৮৬ সালের 'উন্নয়ন সমীক্ষা'য় গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে এ মত ব্যক্ত করেছিলাম যে, অর্থনীতিক বিশ্লেষণে বিষয়বস্তু সাব্যস্ত হলে পদ্ধতি নির্ণয়ের সুযোগ সীমিত এবং বিষয়-নির্বাচনেই ব্যক্তি-গবেষকের ভাবাদর্শের প্রকাশ ঘটে। বিগত দু'দশকেরও অধিককাল জুড়ে জ্ঞান চর্চার অঙ্গনে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য-উপস্থাপনার 'বিজ্ঞান' - এর সঙ্গে আমরা এত বেশি জড়িয়ে পড়ি যে মৌলিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনার আগ্রহে ভাটা পড়ে। পুরোনো আলোচনার সূত্র ধরে বর্তমান নিবন্ধের মুখ্য প্রস্তাবনা: অর্থনীতি বিষয়ে সকল যুক্তিভিত্তিক আলোচনার কয়েকটি মৌল উপাদান রয়েছে যা সার্বজনীন। একধাপ এগিয়ে আরও বলব যে, এসব উপাদান ভিন্ন ভাবাদর্শভিত্তিক অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রাসঙ্গিক।[৬] এমনকি সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য অঙ্গনেও এর প্রয়োগ থাকতে পারে।

বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাবার পূর্বেই উল্লিখিত মৌল উপাদানসমূহকে নিম্নে তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

[৩] অনেক ছাত্র ও শিক্ষককে বলতে শুনেছি যে, 'অর্থনীতি দুষ্প্রাপ্যতার (স্ক্যারসিটি-র) বিজ্ঞান'। খুঁটিয়ে এর সারবস্তু জানতে চাইলে সদুত্তর কখনই পাইনি।

[৪] বিজ্ঞানসম্মত কথাটি ব্যবহার করছি না, যা ইংরেজীতে 'সায়েন্টিফিক'-এর প্রতিশব্দ। এখানে পরিমাপ অর্থে 'বিজ্ঞান'-এর মাত্রা বোঝাতে 'বিজ্ঞানতা' কথাটি ব্যবহার করছি।

[৫] যুক্তিসিদ্ধ ও তার বিপরীতে অযৌক্তিক শব্দগুলো নানা অর্থে ব্যবহার সম্ভব, তাই শব্দসম্ভার বিস্তৃত থেকে বিরত থাকছি।

[৬] বঙ্গভঙ্গের আলোচনায় আমরা বিভেদের রাজনীতির কথা বলি। জ্ঞানের বলয়ে বিভাজনের রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে।

এজেন্ট ও তাদের উদ্দেশ্য: যাদের কর্মের ব্যাখ্যা বা যাদের কর্মের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়, অর্থনীতিক পরিভাষায় আমরা তাদেরকে 'এজেন্ট'[৭] বলে থাকি। যে কোনো অর্থনীতিক বিশ্লেষণে[৮] এক বা একাধিক এজেন্ট চিহ্নিত করতে হয় এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃতি সম্পর্কেও আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট অনুমান (পূর্ব-ধারণা) নিয়ে থাকি। সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে এসব এজেন্টের তালিকায় 'ভোক্তা,' 'উৎপাদক,' 'সরবরাহকারী,' 'ব্যক্তি,' 'খানা,' 'পরিবার,' শ্রমিক' ইত্যাদি রয়েছে। এটা আরও অনুমান করা হয় যে, এদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লক্ষণীয় যে, 'এজেন্ট' ও প্রতিটি এজেন্টের জন্য অনুমিত 'লক্ষ্য' (যা অনেক ক্ষেত্রে objective function দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়) অবিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ একাধিক এজেন্টের অভিন্ন লক্ষ্য থাকলে, তাদেরকে মডেলে একটি এজেন্ট হিসেবে গণ্য করলেই চলে। কিন্তু লক্ষ্য ভিন্ন থাকলে তাদেরকে পৃথক এজেন্ট হিসেবে গণ্য করা আবশ্যিক। এ পর্যায়ে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব এজেন্টের মনস্তাত্ত্বিক দিক ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে নিরূপিত যা তাদের নিজ নিজ সাব্যস্ত লক্ষ্যকে প্রভাবান্বিত করে। পাঠ্যপুস্তকে আমরা ভোক্তার জন্য উপযোগিতা অপেক্ষক (utility function), সরবরাহকারীর জন্য মুনাফা ইত্যাদি নানাবিধ দৃষ্টান্ত পাই। বাস্তবমুখী বিশ্লেষণধর্মী অনেক লেখায় সামাজিক শ্রেণি বা গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান, দেশ (আন্তর্জাতিক পরিসরে) নামধারী এজেন্টের ব্যবহারও দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্তিসিদ্ধতা: প্রতিটি এজেন্ট-এর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সীমিত পরিসরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তক এই সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিক যুক্তিসিদ্ধতার (economic rationality) কাঠামোয় বাঁধতে সচেষ্ট। কিন্তু ক্ষুদ্রাকার গণ্ডীতে আলোচনা আবদ্ধ না করেও এটা অনুমান করা যেতে পারে যে, কোনোও একটি বোধগম্য যুক্তির (পর্যায়-পরম্পরা) অর্থাৎ এ্যলগরিদম-এর ভিত্তিতে প্রতিটি এজেন্ট নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেয়। ভিন্নভাবে বললে, তাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোধগম্য রীতি বা নকশা রয়েছে, যে রীতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পূর্ব-ধারণা সাধারণীকৃত জ্ঞানে উপনীত হবার জন্য আবশ্যিক। পাঠ্যপুস্তকে একজন ভোক্তার ক্ষেত্রে সকল ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (utility) সর্বাধিক করার উদ্দেশ্য এমনই একটি পূর্ব-ধারণা। একইভাবে অনেক বিশ্লেষণে অনুমান করা হয় যে সরবরাহকারী এবং উৎপাদকেরা মুনাফা সর্বাধিক করতে সচেষ্ট। সমাজে কোনোও এজেন্ট যদি পরোপকারে তৃপ্তি বোধ করে, অথবা অন্যের ক্ষতি দেখতে আনন্দ পায়, সে জাতীয় অনুমানভিত্তিক বিশ্লেষণকে অর্থনীতির আলোচনা থেকে বাদ রাখার কোনোও বিধি আমার জানা মতে নেই। একইভাবে কোনো এজেন্টের লক্ষ্যমান পরিমাপের জন্য কোনো নির্দিষ্ট একক (যেমন, উপযোগী বা মুনাফা) ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। অথবা, সিদ্ধান্ত-রীতি যে অপেক্ষক সম্পর্ক (functional relation) অনুসরণ করবে, সেটা অনুমান করাও আবশ্যিক নয়। তাই প্রস্তাবিত দ্বিতীয় মৌল উপাদানকে নিম্নোক্ত উপায়ে ব্যক্ত করা যেতে পারে:

---

[৭] ঘটক অথবা চালক শব্দের ভিন্ন ব্যবহার থাকায় সেগুলোর ব্যবহার এখানে করা হলো না।

[৮] যেসকল বিশ্লেষণ দৃশ্যত ফলাফল এজেন্টদের কর্মসিদ্ধান্তের ভারসাম্য হিসেবে ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট। যেসকল অর্থনীতিক বিশ্লেষণ বিবিধ অর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ম বা সম্পর্ক খুঁজতে সচেষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

"কোনো নির্দিষ্ট অর্থনীতিক বিশ্লেষণে এজেন্টদের সিদ্ধান্ত নেয়া সম্পর্কে কোনো অনুধাবনযোগ্য সিদ্ধান্ত-রীতি'কে পূর্ব-ধারণা হিসেবে গণ্য করা।"[৯]

টেকসই চুক্তিঃ বিশ্লেষণ-কাঠামোর তৃতীয় মৌল উপাদান (সামাজিক) চুক্তি (contract) -কে নিয়ে। সাধারণত অর্থনীতিবিদরা একাধিক এজেন্টের মধ্যে আইনীভাবে প্রয়োগযোগ্য সমঝোতাকে চুক্তির আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে। এক্ষেত্রেও আমরা কিছুটা শিথিল সংজ্ঞার আশ্রয় নেব। উপরে বর্ণিত এজেন্টরা নিজ নিজ লক্ষ্যমান বৃদ্ধির প্রয়াসে যে কোনো ক্ষমতা-সম্পর্কের আওতায় নিজেদের মধ্যে 'বিনিময়'-এ লিপ্ত হতে পারে। বিনিময়ে অন্তর্ভুক্ত দ্রব্য বা সেবা, বিনিময় হার এবং সেসবের সঙ্গে যুক্ত সকল শর্তাবলী মিলিতভাবে 'চুক্তি' হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।[১০] সবচাইতে প্রভাবশালী সনাতনী ধারার অর্থনীতিতে বিনিময়, বিনিময় অর্থনীতি, বাজার অর্থনীতি এবং মুক্তবাজার অর্থনীতিকে অনেক সময় সমার্থক গণ্য করায় বিভ্রান্তি তৈরি হয়। 'বিনিময়'-এর ব্যাপক অর্থ ভুলে গিয়ে আমরা প্রায়শই বাজার-কেন্দ্রিক সংকীর্ণ অর্থে ধারণাটিকে ব্যবহার করি। 'বাজার'-এর আলোচনা দ্রব্য বা সেবা সম্পর্কিত পূর্ব-ধারণা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোনো দ্রব্য বা সেবার বাজার, তা নির্ধারণের পরই নির্দিষ্ট বাজারের আলোচনা শুরু হয়। চুক্তি বিষয়ক গবেষণা নিবন্ধেও একই ধারা অব্যাহত রয়েছে; সে আলোচনায় হয় (১) দ্রব্য বা সেবা প্রত্যক্ষভাবে উত্থাপিত হয় না, অথবা, (২) কোনোও একটি দ্রব্য বা সেবা বিনিময়ে যেসব আনুষাঙ্গিক দিক জড়িত রয়েছে (যেমন, দাম, বিনিময় স্থান ও কাল) তা চুক্তির আলোচনায় আসে, দ্রব্য বা সেবার রূপ নির্ণয়ে নয়। বর্তমান উপস্থাপনায় 'চুক্তি' একটি ঘটনা-পূর্ব (*ex ante*) ধারণা, যার ভেতর বিনিময়-সম্ভব দ্রব্য বা সেবাও অন্তর্ভুক্ত। এই শিথিলতা 'চুক্তি'র সঙ্গে 'টেকসই' বা 'টেকসই নয়' জাতীয় বিশেষণ যোগ করাকে সম্ভব করে এবং কেবলমাত্র টেকসই 'চুক্তি' হলেই কোনোও দ্রব্য বা সেবা মূর্ত রূপ নিতে পারে। প্রস্তাবিত ধারণাটি প্রচলিত অর্থনীতির শিক্ষা থেকে ব্যতিক্রমধর্মী কারণ পাঠ্যপুস্তকে দ্রব্য বা সেবার অস্তিত্ব বাজার আলোচনার পূর্বশর্ত।[১১]

সীমাবদ্ধতার (constraint) গাণনিক (accounting) বা অপেক্ষক (functional) সম্পর্ক

উপরে উল্লিখিত তিনটি মৌল উপাদান গাণিতিকভাবে প্রকাশ সম্ভব। সে বর্ণনায় এখানে না গিয়ে, প্রতিটি এজেন্ট যে সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে সিদ্ধান্ত নেয় (দ্বিতীয় উপাদান উল্লেখ্য), তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে ভোক্তাদের ক্ষেত্রে আমরা আয়ের (বাজেট) সীমাবদ্ধতার সঙ্গে পরিচিত হই, যা হিসাব-বিদ্যার অঙ্গনে পড়ে। উৎপাদকের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি-নির্ণিত সীমাবদ্ধতা (ইনপুট-আউটপুট সম্পর্ক) গুরুত্ব রাখে, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহজ হিসাব বিদ্যার ব্যাপার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অপেক্ষক সম্পর্কের রূপে ধরা দেয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমহীনভাবে আমরা অনুমান করি যে, যেসকল সম্পর্ক (relations) সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের সীমানা বেঁধে দেয়, তা বাহ্যিকভাবে নির্ধারিত। অন্ততপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সেজাতীয় প্রতিবন্ধকতা এজেন্টের ধরাছোঁয়ার বাইরে (অর্থাৎ exogenous) থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞান চর্চায় অনেক প্রায়োগিক ক্ষেত্রে

---

[৯] যুক্তিসিদ্ধতার (rationality) এ জাতীয় শিথিল সংজ্ঞা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবে সীমিত মাত্রার সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা বহুল আলোচিত, যার বিশদ বর্ণনা এ নিবন্ধে করছি না।

[১০] চুক্তির এই শিথিল সংজ্ঞা বিশ্লেষণের পরিধিকে অনেক বিস্তৃত করে, যা পরে আলোচনায় উঠবে।

[১১] চুক্তি বা এ জাতীয় কোনো শব্দের সংজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে কারো একক কর্তৃত্ব নেই। তবে জ্ঞানের জগতে 'শব্দ-দখলী'র খেলা ভিন্ন আলোচনার দাবী রাখে।

প্রাকৃতিক নিয়ম[১২] (law of nature)'কে এজাতীয় সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য করা হয়, যার উপর এজেন্টদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। উদাহরণস্বরূপ, রকেট নিক্ষেপের সময় লক্ষ্যে আঘাত হানার জন্য মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মসহ অন্যান্য সম্ভাব্য নিয়ামক গুণতির ভিতর নিতে হয়। বিজ্ঞান ও অর্থনীতির সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিয়ে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে সংক্ষেপে বলা যায় যে, কতকগুলো হিসাবভিত্তিক সম্পর্ক, প্রযুক্তিগত, প্রাকৃতিক বা অর্থনীতিক 'নিয়ম' (বা সম্পর্ক) সাধারণভাবে এজেন্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিসীমা বেঁধে দেয়। এসব নিয়ম/সম্পর্ক গাণনিক বা অপেক্ষক-এর রূপ নিতে পারে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেকগুলো (নিয়ম বা) সম্পর্ক সমষ্টিগতভাবে মডেল আকারে এই সীমারেখা সংজ্ঞায়িত করে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইনপুট-আউটপুট মডেল একটি উদাহরণ।[১৩]

সীমিত আয়, বা সম্পদ ও প্রযুক্তি-নির্ভর উৎপাদিকার কারণে একটি মডেলের গাণিতিক সমাধান সম্ভব হয়। একই সঙ্গে উল্লেখ্য যে, জ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে স্থিতি বা ভারসাম্যভিত্তিক বিশ্লেষণ (equilibrium analysis) পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অস্থিতি (dis-equilibrium) বা 'যুক্তিবিহীন' (irrational) আচরণ সংক্রান্ত বিশ্লেষণও যে শেষ বিচারে কিছু পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা ব্যবহার করে 'স্থিতি বিশ্লেষণ', তার বিশদ আলোচনা এ নিবন্ধে তুলছি না। উপরের আলোচনা উত্থাপনের উদ্দেশ্য একটি–অর্থনীতির আলোচনা অনেক বিষয় মূলত সেসব নিয়ম বা সম্পর্ককে নিয়ে যা এজেন্ট-সম্বলিত বিশ্লেষণাত্মক মডেলে এজেন্টদের সিদ্ধান্ত-সীমানা নির্ধারণে সহায়তা করে। আগেই বলেছি, বিজ্ঞান চর্চার অনেকটাই সে জাতীয় নিয়ম/সম্পর্ক উদঘাটনে সীমাবদ্ধ থাকে।[১৪] তবে অর্থনীতির অঙ্গনে সে অনুসন্ধান মূল কাঠামোর একটি অংশ বিশেষ মাত্র। চূড়ান্ত লক্ষ্য ও তা অর্জনের নিমিত্তের মধ্যে আমরা অবশ্য প্রায়শই পথ হারিয়ে ফেলি, যা অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অহেতুক বিভ্রান্তির জন্ম দেয় ও বিভেদ সৃষ্টি করে। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অর্থ-প্রবাহ ও দাম-এর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ামাকারে MV=PT সমীকরণকে গণ্য করায়। দীর্ঘকালীন সময়ে গড়পড়তায় এ সম্পর্ককে নিয়ে বিতর্ক করার অবকাশ নেই, এবং যেসব এজেন্ট (যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকারের অর্থবিভাগ) অর্থ বাজারে কোনোও লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নীতি প্রণয়নে উদ্যোগ নেবে, এই সমীকরণে

[১২]প্রাকৃতিক নিয়ম এমনই একটি বিধি যা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত একটি নিয়মানুবর্তিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে প্রণীত এবং যার ভিত্তিতে ভিন্ন প্রেক্ষিত ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে আগাম বলা সম্ভব (দ্য গ্রান্ড ডিজাউন, স্টিফেন হকিংস ও লিওনার্ড ম্লোডিনো ২০১০)।

[১৩]বিভিন্ন সমীকরণে আবদ্ধ নিয়ম/সম্পর্কসমূহ সম্মিলিতভাবে একটি মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন ইনপুট-আউটপুট মডেল। বিজ্ঞানে এজাতীয় মডেলের ব্যবহার দীর্ঘদিনের। তবে সেসব মডেলে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে প্রয়াসী বিভিন্ন এজেন্ট নেই, যাদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফসল হলো 'বাস্তব অর্থনীতি'র। যাত্রার শুরু থেকে এজাতীয় মডেলের চল আছে। বিজ্ঞানে 'মডেলভিত্তিক বাস্তবতা'র নামে এ সম্পর্কিত আগ্রহ সাম্প্রতিক।

[১৪]সম্ভবত বিজ্ঞান অঙ্গনের এজেন্টরা স্থির, তাই তাদের 'লক্ষ্য' অপরিবর্তনশীল এবং সঙ্গত কারণে সেসব এজেন্টের ভেতরকার সম্পর্ক অনেক বেশি স্থায়ী, যা 'প্রাকৃতিক নিয়ম'-এ রূপ নেয়। সে তুলনায় মানব সমাজের এজেন্টরা চলমান, তাই দৃশ্যত ঘটনা প্রবাহ ব্যাখ্যার প্রয়োজনে সমাজবিজ্ঞানে স্থায়ী নিয়ম অনুসন্ধানের চাইতে এজেন্ট-সম্বলিত বিমূর্ত মডেল ব্যবহারে আধিক্য আছে।

বেঁধে দেয়া সীমারেখা তাকে মেনে নিয়ে নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা আবশ্যিক। তবুও, এই সমীকরণকে কেন্দ্র করে ভাবাদর্শের নামে আমরা অহেতুক বিতর্ক দেখেছি।[১৫]

মূল প্রস্তাবনা

উপরের আলোচনার আলোকে দুটো প্রস্তাবনা রাখছি। প্রথম, যুক্তিসিদ্ধতার বিচারে অর্থনীতির (তত্ত্ব-নির্ভর) বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা বিজ্ঞানসম্মত এবং উভয় অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের অঙ্গনে নিয়ম বা সম্পর্কের অনুসন্ধান মূলত পর্যবেক্ষণ (বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা) নির্ভর, অর্থাৎ empirical ।[১৬] শুধু তাই নয়, যদিও একসময় (পদার্থ) বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ধ্যানধারণা ধার করে অর্থনীতির ('বিজ্ঞানসম্মত') অধুনাকালের বিশ্লেষণ কাঠামোর যাত্রা শুরু হয়েছিল, অর্থনীতির চর্চায় মডেল-নির্ভর বিমূর্তীকরণে অগ্রগতি ঘটলেও বিজ্ঞানের মূল শাখাগুলো মূলত পরীক্ষা নির্ভর ও প্রয়োগে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে নিকট অতীতে স্টিফেন হকিংস-এর মতো ব্যক্তিত্বরা বিজ্ঞানের অঙ্গনে 'মডেলভিত্তিক বাস্তবতার' অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হয়তো অত্যুক্তি হবে না যদি বলি, অর্থনীতিতে ব্যবহৃত পদ্ধতির সার্বজনীন দিকগুলো বিজ্ঞানের অঙ্গনে মডেল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

দ্বিতীয়, অর্থনীতির বিশ্লেষণধর্মী সকল আলোচনায় পূর্বে উল্লিখিত তিনটি মৌল উপাদান উপস্থিত। তাই তত্ত্বের অঙ্গনে আমরা যে বিভাজন বাহ্যিকভাবে দেখি, তা মূলত এজেন্ট নির্বাচনে ও তাদের লক্ষ্য-সম্পর্কিত পূর্বধারণার ভিন্নতার কারণে ঘটে। অর্থনীতির অঙ্গনে বিভাজনের দুটো দৃষ্টান্ত দেব। প্রথমটি মাইক্রো (ব্যষ্টিক) ও ম্যাক্রো (সামষ্টিক) অর্থনীতিকে নিয়ে, যা বহুকাল আলোচিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয়টি ভাবাদর্শের কারণ দেখিয়ে-যেমন, নিও-ক্লাসিক্যাল, ক্লাসিক্যাল, মার্ক্সীয় ইত্যাদির মধ্যকার বিভাজন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপস্থাপিত তিনটি মৌল উপাদান আমাদের পরিচিত ব্যষ্টিক অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার সঙ্গে মিলে যায়। তবে পাঠ্যপুস্তকের দৃষ্টান্তসমূহে ব্যক্তিকে এজেন্ট হিসেবে গণ্য করার আধিক্য আছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য-নির্ভর কাজে ব্যক্তির চাইতে পরিবার বা খানা সহজপ্রাপ্য; তাই মাঠ গবেষণার অভিজ্ঞতা এক পর্যায়ে তত্ত্বের জগতে খানাভিত্তিক মডেলে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে 'চুক্তি তত্ত্বে'র আওতায় বিভিন্ন গবেষণা কাজে নানাবিধ এজেন্ট চিহ্নিত হতে দেখা যায়। আগেই উল্লেখ করেছি যে, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রাজনৈতিক দল বা সরকারের অর্থ বিভাগকে এজেন্ট হিসেবে গণ্য করা পূর্ণমাত্রায় যৌক্তিক। তবে সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচনায় আমরা সেজাতীয় বিশ্লেষণ বা শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে অজানা কারণে বিরত থেকেছি। বরং সেজাতীয় প্রচেষ্টাকে আমরা বর্ণনাধর্মী আলোচনায় আবদ্ধ রেখে পলিটিক্যাল ইকোনমি (রাজনৈতিক অর্থনীতি) নাম দিয়ে একঘরে করে রাখতে সচেষ্ট থেকেছি।

আগেই বলেছি যে, সামাজিক বা অর্থনীতিক শ্রেণি বা গোষ্ঠীকে এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা অর্থনীতিক বিশ্লেষণে স্বাভাবিক। মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে পুঁজিপতি ও শ্রমিককে এজেন্ট হিসেবে পাওয়া যায়, এবং অসম (বলতে হয়, একপেশে যা মনোপসনি তুল্য) সম্পর্কে পুঁজিপতির লক্ষ্য একচ্ছত্রভাবে

---

[১৫]মুদ্রা সরবরাহের সঙ্গে মূল্যস্ফীতি কী মাত্রায় তাল মিলিয়ে চলবে এবং সেই সুযোগ ব্যবহার করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটে দ্রব্য সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে কি পাবে না, সেটা তথ্যসাপেক্ষ। তবে সে আলোচনা বিশ্লেষণ-কাঠামোতে সমীকরণটির প্রয়োজন নাকচ করে না।

[১৬]এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য যে, তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিয়ম/সম্পর্ক খোঁজার পদ্ধতিতে 'বিজ্ঞানসম্মত' সংক্রান্ত আলোচনার সুযোগ রয়েছে, যা ভিন্ন কাতারে দেখা প্রয়োজন এবং সেটা এ নিবন্ধে উত্থাপন করা হয়নি।

ফলাফলের নির্ধারক। সে বিমূর্ত মডেল-এ 'সহজ পুনরুৎপাদন' বা 'প্রসারিত পুনরুৎপাদন' জাতীয় পূর্ব-ধারণাকে প্রযুক্তি-আরওপিত সীমাবদ্ধতা হিসেবে গণ্য করা যায়। উল্লেখিত মডেলে বিভিন্ন খাতে মুনাফা হারে সমতা এনে স্থিতি সমাধান খোঁজা হয়, যার পেছনে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক পুঁজিবাজারে নির্দিষ্ট এজেন্ট ও তাদের লক্ষ্য নিহিত রয়েছে। তাই মার্ক্সবাদের ভাবাদর্শগত দিকগুলো অস্বীকার না করলেও, পদ্ধতির নিরিখে মার্ক্সীয় অর্থনীতিক বিশ্লেষণ কাঠামো (পূর্বে বর্ণিত) একই অর্থনীতিক বিশ্লেষণের ধারায় পড়ে।

সনাতনী সামষ্টিক অর্থনীতি মূলত সামষ্টিক রাশির হিসেব-নিকেশে সীমাবদ্ধ থেকেছে, যার মূল ভিত্তি হলো জাতীয় আয়ের হিসাব (ন্যাশনাল ইনকাম একাউন্টস)। খোলা অর্থনীতির প্রেক্ষিতে সে আলোচনায় বহির্বিশ্বের লেনদেনের বিবরণী (ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সামষ্টিক অর্থনীতির শিক্ষাসূচিতে অন্য যে দুটো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেগুলো হলো মুদ্রা প্রবাহের হিসাব (যা মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমরা পাই) ও প্রকৃত অর্থনীতি-সংক্রান্ত বিবরণী (যার একটি দৃষ্টান্ত ইনপুট-আউটপুট সারণি)। সামষ্টিক অর্থনীতি শিক্ষায় ও চর্চায় জাতীয় (যেখানে দেশ একটি একক) পর্যায়ের সামষ্টিক রাশিসমূহের ভেতরকার সম্পর্ক অনুসন্ধান প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, যা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসন্ধানের (empirical investigation) সাথে তুলনাযোগ্য। আরও লক্ষণীয় যে, এ দুটি ধারাই মূলত সম্ভাব্য মডেল-এর একটি উপাদানের যোগান দেয় যা উপরের আলোচনায় 'সীমাবদ্ধতার গাণনিক বা আপেক্ষক সম্পর্ক' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনাকালে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ জাতীয় তথ্য গাণনিক বা আপেক্ষক রূপে 'সামষ্টিক এজেন্ট'-এর পছন্দ-অপছন্দের পরিসীমা বেঁধে দেয়। প্রস্তাবনাকে বিস্তৃত করলে, 'সামষ্টিক এজেন্ট' হিসেবে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রাজস্ব বোর্ড, কোনো মন্ত্রণালয়, উৎপাদক বা ভোক্তা গোষ্ঠী'কে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সিদ্ধান্ত যে সীমিত পরিমণ্ডলে হয়, সেসব সম্পর্ক যথার্থভাবে অনুধাবনের উদ্দেশ্যে তথ্য-নির্ভর গবেষণার প্রয়োজন। সে গবেষণা যেমন অর্থনীতির অঙ্গনেই পড়ে, তেমনি সেগুলোকে ব্যবহার করে বিশ্লেষণধর্মী সামষ্টিক মডেলের রূপরেখা অর্থনীতিক পদ্ধতির মৌল উপাদানসমূহ ব্যবহার করে গড়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে সামষ্টিক অর্থনীতি ও 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র মাঝে কৃত্রিম বিভাজন সমীচীন নয়।[১৭]

অর্থনীতি বিষয়ে অন্তর্নিহিত পদ্ধতি অনুধাবন, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার পরিশীলন ও যথাযথ প্রয়োগ যুক্তিনির্ভর সমাজ গড়তে সহায়ক হবে। তবে সেই যুক্তি-কাঠামো যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহার বা অপব্যবহার করা সম্ভব। তবে আশা করবো যে, অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে অর্থনীতি শিক্ষা ও গবেষণা মানব কল্যাণে প্রসার লাভ করবে।

[১৭]এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্যক্তি এজেন্ট-এর সিদ্ধান্তের যোগফল হিসেবে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস আদতেই বাস্তব ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হবে কিনা তা মূলধারার অর্থনীতিবিদদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

View publication stats